



এসএসসি নিয়ে রাজ্য সরকারকে তোপ বাম-বিজেপি'র

দু'নম্বরী কাজের স্বীকৃত রাজ্য হিসাবে বাংলাকে তুলে ধরছেন মুখ্যমন্ত্রী, মন্তব্য সূজন চক্রবর্তী

এগিয়ে দেওয়ার নাম করে আসলে রাজ্যকে পিছিয়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়: দিলীপ ঘোষ

স্টাফ রিপোর্টার: এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে আক্রমণে আরও সুর চড়াই সিপিএম। বুধবার এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের অবস্থানে এসে কড়া ভাষায় রাজ্য সরকারকে তুলে ধরেন বম পরিষদীয় দলনেতা সূজন চক্রবর্তী। বর্তমানের সরকারকে কাব্য 'অপরাধী'দের সরকার বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, 'এই রাজ্যে এখন ক্রিমিনালদের রমরমা। আর এই সরকারের যিনি মাথা তিনেও রাজ্যটাকে অপরাধীদের মহা আনন্দের রাজ্যে পরিণত করতে চাইছেন।' চলতি মাসের ২৮ তারিখ যে গান্ধীমূর্তির সামনে ভিড়ে ঠাসা ছাত্র সমাবেশ করবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভা থেকেই একই সঙ্গে বাম-বিজেপি'র তীব্র আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক তার দু'দিন পরই সেই গান্ধীমূর্তির সামনেই পান্ডা রাজ্য সরকারকে একহাত নিল সিপিএম আর বিজেপি। এসএসসিতে শিক্ষক নিয়োগের দাবিতে এদিন অবস্থানে বসে



কয়েক হাজার চাকরি প্রার্থী। সেই অবস্থানে এসেই শিক্ষক নিয়োগে বড় সড় দু'নীতির অভিযোগ তোলেন সূজন চক্রবর্তী। এদিন তিনি বলেন, 'আসলে এই সরকার সব কাজই লুকিয়ে লুকিয়ে করতে ভালবাসে। আর যারা দু'নম্বরী কাজ করে তারাই সব কিছু লুকিয়ে রাখতে চায়। শিক্ষক নিয়োগে টাকার খেলা চলেছে, চাকরির নামে তোলাবজি চলছে। তাই সবটাই লুকিয়ে করতে হচ্ছে। চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না, চাকরি বিনিময় চাকরি কিনতে হচ্ছে।' এর আগেও

রাজ্যে নেমে চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের ইস্যুকে তুলে ধরে সূজনের 'কটাক্ষ'। আমি শিক্ষামন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ করছি, যে প্রশ্নপত্রে উত্তর দিয়ে এই ছেলে মেয়েরা পাশ করেও চাকরি পায়নি, আপনি সেই প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে পারবেন না। আপনার মুখ্যমন্ত্রীও পাশ করবেন না। আসলে এখানে ফেলস করারদে নিয়ে সরকার চলছে।' পাশাপাশি সরাসরি রাজ্যের মন্ত্রীদের আর্থিক কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগও তোলেন বাম পরিষদীয় দলনেতা। তাঁর মন্তব্য, 'এই আমলে মন্ত্রীদের ইডি, সিবিআই চুরির অভিযোগে জেঁকে পাঠায়। এখানে মন্ত্রীদের চাকরির জন্য ঘুস পর্যন্ত নিচ্ছে। গোটা রাজ্যটাই চোরজোচ্চোর ভরে গিয়েছে।' বিধানসভায় দাঁড়িয়ে পূজোর আগেই শিক্ষক নিয়োগ করা হবে বলে জানালেও, তা আদর্শ নয়। আর এই অভিযোগে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে অধ্যক্ষের কাছে চিঠি দেবেন বলেও জানান সূজন চক্রবর্তী।

স্টাফ রিপোর্টার: মুখে 'এগিয়ে বাংলা' বলেও, আখেরে রাজ্যকে পিছিয়ে দিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার এসএসসি বাঁচাও কমিটির অবস্থান কর্মসূচিতে এসে এভাবেই রাজ্যকে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ। এদিন এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে গান্ধী মূর্তির সামনে আসেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি। একই কর্মসূচিতে সকালে উপস্থিত থেকে সরকারকে রীতিমত কড়া ভাষায় আক্রমণ করতে শোনা যায় বাম পরিষদীয় দলনেতাকে। সেই একই অনুষ্ঠানে এসে সূজনের মতোই দিলীপ ঘোষের 'চাগেট' ছিল নব্বা। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পরে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'এই রাজ্যকে সব দিক থেকেই পিছিয়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখবেন বলে সতীর পর কভার্ড মেমেন বলে পিছনে যেতে, একইভাবে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও রাজ্যকে



পিছনের দিকে পাঠানোর পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন। পরবর্তী প্রজন্মকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে রাজ্য সরকার।' এদিন দিলীপ ঘোষকে ঘিরে ব্যপক উৎসাহ দেখা যায় চাকরি প্রার্থীদের মধ্যে। এমনকী বিজেপি রাজ্য সভাপতির সঙ্গে 'সেলফি' তুলতেও রীতিমত হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। চেনা মেজাজেই রাজ্য সরকারকে প্রয়োজন মতো টাকা দিচ্ছে। ক্রেতা রাজ্য সেই টাকা সঠিক খাতে ব্যবহার করছে বেশি লেখাপড়া জানা লোকের দরকার নেই। কারণ বেশি শিক্ষিত হয়ে গেলে কে আর ওনার হয়ে সিভিকিটের টাকা তুলবে?' রাজ্যের শিক্ষাখাতে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ দিলেও, তা আদর্শ ঠিকমতো ব্যবহার করা হচ্ছে না বলেও এদিনের সভা থেকে অভিযোগ তোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তাঁর বক্তব্য, 'কেন্দ্রে আমাদের সরকার রাজ্যকে প্রয়োজন মতো টাকা দিচ্ছে। ক্রেতা রাজ্য সেই টাকা সঠিক খাতে ব্যবহার করছে

না। আসলে এই সরকার চালানি করে মতং কাজ করতে চাইছে।' পাশাপাশি এদিন শিক্ষামন্ত্রীকেও আক্রমণ করেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, 'কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন তৃণমূল ছাত্রদের একাধিক গোষ্ঠী। ভোটে জেতার পর কে জিএস হবে তা নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই মারামারি হচ্ছে, আর শিক্ষামন্ত্রী যাচ্ছেন মেটাতে। আসলে যার শিক্ষক নিয়োগ করার কথা তিনি ব্যস্ত জিএস নিয়োগ করতে। সরকারের কোনও ইচ্ছা নেই শিক্ষক নিয়োগ করা।' এদিন মুখ্যমন্ত্রীকেও একহাত নেন দিলীপ ঘোষ। বিজেপি রাজ্য সভাপতির বক্তব্য, 'পাহাড়ের সমস্যায় মুখ্যমন্ত্রী তাঁনের হাত দেখছেন, বসিরহাটে বাংলাদেশ আর উত্তরবঙ্গের বনায় বাড়ুভের হাত দেখছেন। অথচ উনি নিজে কিছুই করতে পারেন না।' পাশাপাশি ছাত্র সমাবেশ থেকে পঞ্চায়ত নিবাচনে ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর বাঁচারও তীব্র সমালোচনা করেন।

প্রথমে প্রত্যাখ্যাত, আত্মঘাতী তরুণী

স্টাফ রিপোর্টার: প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আত্মঘাতী হলে তরুণী। মৃত্যুর নাম রমা রায় (২৭)। বুধবার বুলন্ত অবস্থায় রুমাকে উদ্ধার করা হয়। জানা গিয়েছে, বাওইআটির বান্দিরা রমা বারাকপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের একটি ছেলে প্রেমের পড়ে। কয়েকদিন ধরে এড়িয়ে চলায় রমা ভেঙে পড়ে। গোটা বিয়টি সে মাকে জানায়। মা ওই ছেলেটিকে ফোন করলে সে জানায়, তাঁর অন্যতম স্পর্শক রয়েছে। তারপরেই আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় রমা।

সিবিআই হাজিরায় সময় চান মেয়র

স্টাফ রিপোর্টার: নারদ কাণ্ডে হাজিরার জন্য সিবিআইয়ের কাছে সময় চেয়ে নিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবারই শোভন চট্টোপাধ্যায়কে তলব করে মেট্রো দেওয়া হয় সিবিআইয়ের তরফে। তাকে বুধবার বেশিকিছু নথি সহ নিজাম প্যালেসে হাজিরা দেওয়ার কথা বলা হয়। সূত্রের খবর, সিবিআইকে ইমেল মাধ্যমে মেয়র হাজিরার জন্য এক সপ্তাহের জন্য সময় চেয়েছেন।

রাজ্যে বিজেপির উত্থানের জন্য ফের মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করলেন সূর্যকান্ত

স্টাফ রিপোর্টার: আরও একবার বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের 'বোঝাপড়া'র অভিযোগ আনলেন সূর্যকান্ত মিশ্র। তাঁর মন্তব্য, 'পারস্পরিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদের বোঝাপড়া'। কয়েকদিন আগে বামেরা নিজেদের ভোট ধরে রাখতে পারছে না বলে অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই প্রসঙ্গে বুধবার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'গুণ্ডু বামদের ভোট বিজেপিতে যাচ্ছে তা নয়। তৃণমূলের ভোটও বিজেপির

বিসর্জন হবে আর কবে হবে না, সেটা মুখ্যমন্ত্রী আগে থেকেই ঠিক করে দিচ্ছেন। গত বছরও আমরা একই জিনিস দেখেছি। আবার মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা ওরা একদিন। আমাদের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। মুখ্যমন্ত্রী এই ধরনের কথা বলতে পারেন না।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের মন্তব্য রাজ্যে সন্ত্রাসী নষ্ট হতে পারে বলেই মনে করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তাঁর কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী যে ধরনের কথা বলছেন তাতে যথেষ্ট উদ্ভিগ্ন হওয়ার কারণ রয়েছে। এখনই এই সব বন্ধ না হলে অস্বাভাবিক ঘটনা প্রসারিত হবে।



রাজ্যের সন্ত্রাসীতির এতিয়া নষ্ট হবে।' এই প্রসঙ্গে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে সূর্যকান্ত মিশ্র বলেন, 'রাজ্যে গণতন্ত্র আক্রান্ত হচ্ছে। আর গণতন্ত্র যখন আক্রান্ত হয় তখন সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসীতি নষ্ট হয়। ধর্মনিরপেক্ষতারও কোনও অর্থ থাকে না। মানুষ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছে না। তাদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। তাদের অধিকার আক্রান্ত।' সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে যে গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে তারও কড়া সমালোচনা করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে ধুপড়িলে গরু চোর অপবাদ দিয়ে পিটিয়ে দু'জনকে খুন করা হয়েছে। এর আগে ইসলামপুরেও পিটিয়ে তিনজনকে খুন করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের কার্যেই এসব বেড়েছে।' উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সর্বজনক সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

আন্তঃরাজ্য মোবাইল চোরাচালানকারী দলের হদিশ পেল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার: আন্তঃরাজ্য মোবাইল চোরাচালানকারী দলের এক সদস্য ধরা পড়তেই সামনে এল হাওড়া থেকে কীভাবে চলে এই চক্র। বুধবার সকালে বাওইআটি থানা এলাকার কেল্পুর থেকে আরবাজ খান নামক এক নাবালককে ধরে ফেলেন নিত্যযাত্রীরা। অভিযোগ সেই সময় বছর ১৪-র ওই নাবালক যুবক বাসে উঠতে যাওয়ার সময়ে নিত্যযাত্রীদের পকেট থেকে মোবাইল চুরির চেষ্টা করছিল। তার সঙ্গে ছিল তাদের দলের আরেক পাভা যার নাম বাচু। যাত্রীরা হাতেমাতা ধরে ফেলে আরবাজকে। কিন্তু বাচু ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে আরবাজকে বাওইআটি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।



ওই জায়গা থেকে অপারেশন শুরু করে বাচু। এর আগেও তার বেশ কয়েকজন সদস্যকে ধরে ফেলে পুলিশ। তাই দল ভারী করার জন্য গত সপ্তাহেই এই আরবাজকে তার গ্রাম থেকে নিয়ে আসে বাচু। নিজেই সে আরবাজকে ট্রেনিং দেয়। পরে সোমবার থেকে বাচু আরবাজকে নিয়ে মোবাইল চুরি করার জন্য ভিআইপি রোড এলাকায় চলে আসে। এদিকে আরবাজ জানিয়েছে, বাচু প্রায় কয়েক হাজার মোবাইল চুরির পাশাপাশি রাতে মাদক পাচারকারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করত। বাচু তার গ্যাংয়ের জন্য আরও টাকা জোগার করার জন্যই সম্প্রতি ওই কাজ করার চেষ্টা করত। বর্তমানে সে চুরির মোবাইল প্রতি মাসে বিহারের একটি দোকানে বিক্রি করতে যেত। সেই সময় তার গ্যাংয়ের হয়ে মোবাইল চুরির অপারেশনের দায়িত্বে থাকত পুলিশ এলাকায়। সেখানে স্টেশন ফেরিয়ার সলং হাওড়া ব্রিজের নিচে একটি বস্তিতে আশ্রয় নেয়।

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা, গ্রেফতার ৩

স্টাফ রিপোর্টার: বিভিন্ন সরকারি দফতরের ওয়েবসাইট থেকে চাকরি প্রার্থীদের তথ্য হাতিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণা করার চক্রকে হাতেমাতা পাড়ায় করল বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে ময়ূখ ভবন ও সিটি সেন্টার এলাকা থেকে এই চক্রের তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হল বিচিত্র মন্ডল, সেরা মিত্র ওরফে রোহিত ও শিবশঙ্কর মিত্র। তারা মঙ্গলবার ভূম্মো চাকরি পরীক্ষার আয়োজন করে বসেছিল। প্রায় ২০ জন চাকরি প্রার্থীকে ময়ূখ ভবনের সামনে ডেকে ভূম্মো পরীক্ষা নেওয়া শুরু হয়। গোপন সূত্রে এই খবর পেয়ে সক্রিয় হয় পুলিশ। ভূম্মো পরীক্ষা চলাকালীন হানা দেয় বিধাননগর পূর্ব থানার পুলিশ। প্রত্যগর চক্রের তিন এজেন্টকে ধরা গেলেও এই চক্রের মূল পাভারা পালিয়ে যায়।

মিটার ট্যাক্সিতেও চালু হচ্ছে ডিজিটাল লেনদেন মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় নবান্ন সংলগ্ন অডিটোরিয়াম

স্টাফ রিপোর্টার: আরও আধুনিক হচ্ছে শহর কলকাতার ট্যাক্সি পরিষেবা। এবার থেকে আর নগদ নয়, কলকাতার চিরাচরিত মিটার ট্যাক্সিতে উঠলে 'আপনি ভাড়া মেটাতে পারবেন ডিজিটাল পদ্ধতিতেও। বুধবার নজরুল মঞ্চের এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নয়া এই পরিষেবার সূচনা করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী তথা প্রোগ্রেসিভ ট্যাক্সি মেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মদন মিত্র, সংগঠনের সেক্রেটারি শম্ভু নাথ, বেঙ্গল ট্যাক্সি আসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি বিমল কুমার গুহ, কালকাতা ট্যাক্সি আসোসিয়েশনের সেক্রেটারি তারকনাথ বারি, ট্যাক্সি ড্রাইভার আসোসিয়েশনের সুনম গুহ, ডিসি ট্রাফিক সৌতন গুপ্ত প্রমুখ। বেঙ্গল ট্যাক্সি আসোসিয়েশনের জেনারেল সেক্রেটারি বিমল গুহ জানিয়েছেন, এদিন এক হাজার



ট্যাক্সি চালকের হাতে এই ডিজিটাল লেনদেনের জন্য একটি করে ডিভাইস তুলে দেওয়া হয়েছে। আরও কুড়ি হাজার ট্যাক্সি চালকের হাতে খুব শীঘ্রই তা তুলে দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, এই মুহূর্তে উপরিউক্ত তিনটি সংগঠনের অধীনে এসি ট্যাক্সি সহ নথিভুক্ত মোট ২৭ হাজার ট্যাক্সি রয়েছে। যেগুলি কলকাতা ও কলকাতা সংলগ্ন এলাকায় পরিষেবা প্রদান করে থাকে। আগামী ছমাসের মধ্যে প্রত্যেক ট্যাক্সি চালকের হাতে এই আধুনিক ডিভাইস তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। যা প্রত্যেকটি ট্যাক্সিতে রাখা থাকবে। এর ফলে যাত্রীরা নগদের পাশাপাশি ইচ্ছা

হলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে কার্ডের মাধ্যমে বা নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের নির্দিষ্ট কিছু তথ্যের মাধ্যমে ট্যাক্সির ভাড়া মেটাতে পারবেন। বিমলবাবু জানিয়েছেন, এর ফলে রিদেশ থেকে আগত যাত্রীদের সুবিধা হবে। গোটা বিয়টি হাতেমাতা চালকদের বোঝাতে তাদের নিয়ে কর্মশালাও করা হবে বলে তিনি জানান। বেসরকারি সংস্থা আসসটেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ট্যাক্সি সংগঠনগুলির এহেন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মদন মিত্র। অন্যদিকে, বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও শহরের এক শ্রেণীর ট্যাক্সি চালক যে ভাবে যাত্রী প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন, সে ঘটনায় চিত্তা প্রকাশ করেছেন মদন গুহ। এহেন ঘটনা রুখতে প্রশাসনকে আরও তৎপর হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তাঁর দাবি, সংগঠনের তরফে তারাও বিয়টি নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে চালকদের সতর্ক করছেন।



স্টাফ রিপোর্টার: কলকাতা জুড়ে একাধিক অডিটোরিয়াম রয়েছে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি থেকে প্রশাসনিক সার দফতর হাওড়ার মন্দিরতলায় নবান্ন স্থানান্তরিত হলেও হাওড়ায় সরকারি কাজকর্মের জন্য নবান্নের সংলগ্ন কোনও অডিটোরিয়াম ছিল না। ফলে সরকারি স্তরে কোন মিটিং বা সেমিনার করার জন্য তৈরি হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়ায় নতুন ধরনের এক অডিটোরিয়াম। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করে কংক্রিটের বদলে স্টিলের স্ট্রাকচার ও অ্যালুমিনিয়াম সিটের ব্যবহারে আধুনিক এই অডিটোরিয়াম গড়ে তোলা হয়েছে। প্রায় ৪০০ থেকে ৭০০ চেয়ারে বসার ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে সাংবাদিকদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। জানা গেছে, জার্মান ও দেশীয় প্রযুক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়ে গড়ে তোলা